Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৮ই মাঘ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 1st Feb. 1961 { ৩৮শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Seave

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. M.

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই মাঘ বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

বিলাতী কাগজওয়ালাদের অযাচিতভাবে ইংলণ্ডেশ্বরীর মুরুব্বিয়ানা

—•—

ভারতীয় সরকারের নিমন্ত্রণ ও আহ্বানে ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথ তাঁহার স্বামী ডিউক অব এডিনবরা প্রিন্স ফিলিপ এর সহিত পালাম বন্দরে অবতরণ করিলে তাঁহাদিগকে জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত আনকোরা মোটর গাড়ীতে চড়াইয়া রাষ্ট্রপতি ভবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া বিলাতের কতকগুলি সংবাদপত্র খুঁত ধরিয়া তীব্র সমালোচনার দ্বারা ভারত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার স্বামী ও দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন পারিষদবর্গ যাহাতে আপত্তি করেন নাই, সেই ব্যাপারে কাগজওয়ালাদের রাজদম্পতির উপর মুরুব্বিয়ানা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা যায় না। আমরা নিম্নে পাঠকগণের অবগতির জন্য পত্রান্তর হইতে উদ্ধৃতি দিলাম।

রাণীর মোটর!

লণ্ডন, ২৬শে জানুয়ারী—রাণী এলিজাবেথ যে মোটরটি চড়ে পালাম বিমানবন্দর থেকে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্য্যন্ত এসেছিলেন, সে মোটরটিকে নিয়ে লণ্ডনের সরকারী মহলে নানাবিধ মন্তব্য ও সমালোচনার আর অন্ত নেই। গত শুক্রবার বৃটিশ সাংবাদিকরা লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলিতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাঠান যে পালাম বিমান বন্দর থেকে রাণী এলিজাবেথ শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্য্যন্ত গেছেন এক আনকোরা নূতন "মারসিডিস" মোটরে চড়ে। মোটরটির ছবিটিও বিলাতের সব সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত এখানেই। খবরটি প্রকাশ হওয়া মাত্রই লণ্ডনের "ইণ্ডিয়া হাউসে" ঘন ঘন টেলিফোন আসতে সুরু করল। অনেক প্রশ্ন—অনেক মন্তব্য, অনেক উত্তেজনা। তার মধ্যে কোন কোন ক্রুদ্ধ কণ্ঠ ফেটে পড়ল: "জবাব দিন, আমাদের রাণীকে কেন বৃটিশ মোটরে করে নিয়ে যাওয়া হল না? কেন জার্ম্মাণ মোটরে নিয়ে যাওয়া হল?" ইণ্ডিয়া হাউসের বিব্রত কর্তৃপক্ষ সুকৌশলে জবাব দিলেন: আজ্ঞে দিল্লীর কর্ত্তারা অনেক চেষ্টা করেও সময়মত খুব ভাল মোটর জোগাড় করতে পারেননি।

ইভিনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ক্ষোভ লণ্ডনের এক সুপ্রসিদ্ধ সান্ধ্য দৈনিক "ইভিনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড" মন্তব্য করেন রাষ্ট্রপতি এই উদ্দেশ্যে যদি "বৃটিশ ক্যাডিলাক" ও আমেরিকান "রোলস্ রয়েস" ক্রয় করিতেন তাহা হইলে সুবিবেচকের মত কার্য্য হইত এবং উহা যথাযথও হইত। পূর্বোক্ত দুইটি গাড়িই অতি সুন্দর। ঐ দুইটির যে কোন একটি ব্যবহার করিলে এত কথা উঠিত না।

আর একটি কৈফিয়ৎ

এই প্রসঙ্গে রোলস রয়েস কোম্পানির এক মুখপাত্র এই বিষয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে জানান যে, সত্য সত্যই ভারত সরকার কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁদের কোম্পানির কাছে একটি খোলা মোটরের অর্ডার দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ মোটর তৈরী সম্ভব নয় বলে তাঁরা ঐ অর্ডার হাতে নিতে পারেননি। যাহা হউক প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে ইংলণ্ডের রাজদম্পতি ভারত সরকার কর্তৃক এবং দিল্লীর নাগরিকগণ কর্তৃক যে সংবর্দ্ধনা পাইয়াছেন তাহাতে পূর্ণ সন্তোষ লাভ করিয়া ভারতের সর্ব্ববিধ কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বামী ডিউক অব এডিনবরা জয়পুর রাজ্যে ব্যাঘ্র শিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহা যেমন আনন্দের বিষয়, কোনও উদ্যোগ আয়োজন না করিয়াই মালদহ জেলার কামারপুর গ্রামের হরিহর পাহাড়িয়া গত ১৮ই জানুয়ারী তাঁহার তীর ধনুকের সাহায্যে কাঞ্চনতারের নিকটে একটি চিতা বাঘ শিকার করেন। মালদহের জেলা শাসক শ্রী পি, সি, ব্যানার্জী তাঁহাকে ব্যাঘ্র শিকারের জন্য দশ টাকা পুরস্কার দেন।

রাজদরবারে নৃত্যগীতে বিভ্রাট

—•—

এক নট ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী নটী এক রাজদরবারে নাচ গান করিবার জন্য আসরে অবতীর্ণ হইলেন। লোকে বলে গান বাজনা হাওয়ার কর্ম্ম। কোন দিন নাচ গানে দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া রুমালে বাঁধিয়া মুদ্রা আসরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহাকে পেলা বা প্যালা বলা হয়। এই প্যালা পাইলেই নর্ত্তকী বা গায়িকারা উৎসাহিতা হইয়া সকলের মনোরঞ্জনের জন্য খুব চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সেদিন নানা প্রকার গীত ও নৃত্যে তাঁহারা সমাগত ভদ্রজনগণের আনন্দোৎপাদন করিতে পারিলেন না। সুতরাং পুরস্কার স্বরূপ প্যালাও পাইলেন না। সেকালে সেরাজ্যে ভদ্রসমাজে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। নটী অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হইয়া স্বামী নটকে চুপি চুপি বলিলেন—আজ আর আসর লাগিবে না। আসর না লাগিলে শ্রোতৃগণ কোলাহল করিতেছে ব্যঙ্গ করিতেছে। আসর ভাঙ্গিয়া দাও। আজ অযশই হইল। অর্থের দিক দিয়াও কিছু হইল না। পত্নীর কথা শুনিয়া নট তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন—

গতা বহুতরা কান্তে
স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্বরী।
ইতি চিত্তে সমাধায়
কুরু সজ্জন-রঞ্জনং।

অর্থ—রাত্রির বেশী ভাগই গত হইয়াছে। অতি অল্প রাত্রি অবশিষ্ট আছে। এই সময়টুকু চেষ্টা করে দেখ যদি সজ্জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পার।

নট তাঁহার পত্নীকে এই শ্লোক বলা মাত্র স্বয়ং রাজকুমার নিজের অঙ্গুলি হইতে বহু মূল্যের হীরকাঙ্গুরী খুলিয়া নটের আঙ্গুলে পরাইয়া দিলেন। তাঁর পরেই রাজকন্যা তাঁহার কণ্ঠাভরণ বহু মূল্যের হার নটীর গলায় পরাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীপুত্র কয়েকখানি স্বর্ণ মুদ্রা তাঁহাদের অর্পণ করিলেন। এই সময়ে সমাগত সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া নিরক্ষর কোতোয়াল-পুত্র রাজপুরুষ-

গণের সহিত উপবিষ্ট তাহার পিতা রাজ-কোতোয়ালের গালে সকলের সামনেই সজোরে এক চপেটাঘাত করিল। পুত্রের প্রদত্ত চড় খাইয়া পুলকে গদ গদ হইয়া কোতোয়াল পুত্রকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেই অবাক। নাচ গানে কাহারও কোন ভাবোন্মাদনা হইল না, অথচ নটের এই শ্লোক আবৃত্তিতে এত কাণ্ড হইয়া গেল।

রাজা সকলের সমক্ষে রাজকুমারকে বলিলেন "বৎস! আজ নাচে গানে কাহারও তৃপ্তি হয় নাই। নট হঠাৎ তাঁহার পত্নীকে শ্লোকটি বলা মাত্র তুমি নটকে তোমার হীরকাঙ্গুরী প্রদান করলে এর কারণ কি? কুমার সসম্মানে পিতাকে বলিলেন —আপনি বহুদিন হইতে সকলের কাছে বলিয়াছেন —কুমারকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। বাবা! আপনি বহু বৎসর অতীত হইল, এই অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন না। আমার রাজ্য লিপ্সা এত প্রবল হইয়াছিল যে আমি পিতৃহত্যা করিয়াও সিংহাসনে উপবেশন করিব মনে করিয়াছিলাম। নট যখন বলিলেন "গতা বহুতরা কান্তে" শ্লোকটি তাঁহার পত্নীকে, তখন আমার মনে হইল, পিতার বয়স অনেক হইয়াছে, আর কত দিনই বা বাঁচিবেন। আমি অল্পের জন্য পিতৃহন্তা হইয়া কলঙ্ক অর্জ্জন করি কেন? তাই তাঁকে অঙ্গুরীটি দিয়াছি। নট আমাকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

রাজা তাঁহার কন্যাকে মাল্য উপহার দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "বাবা, আপনি মন্ত্রী-পুত্রের সহিত আমার বিবাহ দিবেন এই কথা বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কিন্তু আমি বিগত-যৌবনা হইতে চলিলাম। আপনি বিবাহ দিলেন না, আমি মন্ত্রী-পুত্রের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া-ছিলাম—একদিন রাত্রিকালে সকলের অগোচরে রাজধানী ত্যাগ করিব। নটের ঐ শ্লোকে আমার জ্ঞান সঞ্চার হইল। ভাবিলাম বাবা, কতদিন আমাকে অবিবাহিত রাখিবেন। আমি তো মন্ত্রী-পুত্রের নিকট বাগদত্তা হইয়া আছি। অনর্থক এই অপকর্ম্ম করিয়া পিতার কুলে কেন কলঙ্কারোপ করি। তাই ওঁদের নিকট কৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ এই মাল্য অর্পণ করিয়াছি। রাজা মন্ত্রী-পুত্রকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন— মহারাজ এতদিন যাঁহার অন্নে এই জীবন রক্ষা করিতেছি তাঁহার নিকট কৃতঘ্ন হওয়ার পাপ হইতে নটের শ্লোক আমাকে রক্ষা করিয়াছে। তাই আমার সাধ্যমত সামান্য অর্থ এঁদের দিয়াছি। রাজা কোতোয়াল-পুত্রকে তাহার পিতার গণ্ডে চড় মারার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—মহারাজ! আপনি কুমারকে কুমারীকে লেখাপড়া শিখিয়ে-ছিলেন। মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার ছেলেকেও বিদ্যাশিক্ষা করিয়েছেন। তাঁরা শ্লোকের অর্থ বুঝিয়া তাঁদের সাধ্যমত পুরস্কার দিলেন! আমার বাবা আমাকে বিদ্যালয়ে কিছু শিখিবার সুযোগ দেয়নি। আমি যদি লেখাপড়া জানিতাম আমার সাধ্যমত টাকাটা সিকেটাও দিতাম। ঐ ছোটলোক বাবার উপযুক্ত দণ্ড বিরাশি শিক্কার চড়।

রাজা তখন কোতোয়ালকে জিজ্ঞাসা করিলেন— গালে চড় মারে যে ছেলে তাকে কোলে নিয়ে আদর করার কারণ কি? সসম্মানে কোতোয়াল উত্তর দিলেন—লোকে বলে মূর্খ পুত্র যমের সমান। আমার ছেলে আমাকে প্রাণে না মেরে যে একটা চড় মেরে ক্ষান্ত হয়েছে তাই তাকে সোনার চাঁদ বলে আদর করেছি।

রাজা নটের শ্লোকটি তাঁহাকে সকল দিক দিয়ে রক্ষা করেছে বলিয়া তাঁহাকে বহু টাকা পুরস্কার দিলেন।

আমাদের জানা এক রাজ দরবারে নানা রকমের জন্তু নিয়ে সার্কাসের দল করা হইয়াছে। রাজা একজন রিং মাষ্টার দ্বারা সব জানোয়ারের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছেন। সব জানোয়ার একদিন এমন গোলমাল সুরু করে দিল যে এক ধূর্ত্ত চতুষ্পদ রিং মাষ্টারের চাবুকখানিও মুখে ধরে দে ছুট। বেচারা রিং মাষ্টার এই সব হিংস্র জানোয়ারের সান্নিধ্যে না থেকে অন্য উপায়ে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করছেন।

তিনি বলেন দু-পেয়ে জানোয়ারগুলোকে পোষ মানান দায়।

"জংলা কভু পোষ না মানে"

এ বাক্যও "সত্যমেব জয়তের মত।"

সাধারণতন্ত্র দিবস

২৬শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ সহরে এবং মহকুমার বিভিন্ন স্থানে সাধারণতন্ত্র দিবস যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত ভবনে মহকুমা শাসক শ্রীগৌরীশঙ্কর ব্যানার্জী মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এবং পুলিশ বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। উক্ত সময়ে সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ ও জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। সরকারী ও বেসরকারী অফিস সমূহে, সমস্ত বিদ্যালয়ে এবং নাগরিকগণের বাড়ীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। জঙ্গিপুর কলেজে সর্ব্বধর্ম্ম প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নেতাজী জন্মদিবস পালন

বঙ্গেশ্বর বিষ্ণুচন্দ্র জুনিয়ার হাই স্কুল, জুনিয়ার বেসিক স্কুল, দক্ষিণগ্রাম সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীগণ ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সভ্যগণের উদ্যোগে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৭টায় বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রসহ এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। পরে স্কুল প্রাঙ্গণগুলি ও সমিতির প্রাঙ্গণে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। —সংবাদদাতা

নিখিল ভারত কুষ্ঠ প্রতিরোধ দিবস

৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু দিবস। ভারত সরকার এই দিন নিখিল ভারত কুষ্ঠ প্রতিরোধ দিবসরূপে পালন করিবার ব্যবস্থা করেন। বহরমপুর অভয়া সুন্দরী কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক বলেন অদ্যাবধি মোট ২০২৪ জন কুষ্ঠ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০০ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

এই দিন জঙ্গিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীগৌরীশঙ্কর ব্যানার্জী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয় যোগদান করিয়া-ছিলেন। ডাঃ ওয়ালি এই কেন্দ্রে চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ছাত্রীর কৃতিত্ব

রঘুনাথগঞ্জের কবিরাজ স্বর্গীয় শ্রীপতিমোহন সেন-গুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতা ব্যাঙ্কশাল কোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন-গুপ্ত মহাশয়ের চতুর্থা কন্যা কুমারী প্রতিমা সেন-গুপ্ত এই বৎসর এম-এস-সি পরীক্ষায় 'ফিজিওলজী'তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। আমরা শ্রীমতীর সাফল্যে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। প্রতিমা অটুট স্বাস্থ্যসহ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হউক ইহাই ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি।

উচ্চ মূল্যে ঘাট ডাক

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সদর ফেরী ঘাট বাৎসরিক ২৭০০০৲ টাকা হিসাবে তিন বৎসরের জন্য ৮১০০০৲ টাকা, গাড়ীর ঘাট বাৎসরিক ৯১০০৫৲ টাকা হিসাবে তিন বৎসরের জন্য ২৭৩০১৫৲ টাকা ও শ্মশান ঘাট বাৎসরিক ৩১৩০৲ টাকায় বন্দোবস্ত হইয়াছে।

শেষোক্ত শ্মশান ঘাটের ইজারদার মিউনিসিপ্যালিটীর নির্দ্ধারিত হার ৬৭৫ ছয় টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা স্থলে লোক বুঝিয়া বেশী আদায় করে। অভিযোগ করিলে উহা ডোমে লইয়াছে বলিয়া কৈফিয়ত দেয়। শব পিছু ডোমদের প্রাপ্যের হার ঠিক করিয়া দিলে ইজারদার ডোমদের সহিত যোগসাজসী করিয়া দূরদেশাগত নিরীহ গরীব জনসাধারণের উপর অন্যায় জুলুম করিতে পারিবে না। অচিরে এই ব্যবস্থা করার জন্য আমরা সুযোগ্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় বর্ত্তমান বৎসর হইতে উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ান হইবে। স্কুল গৃহের পরিবর্দ্ধন ও যোগ্যা শিক্ষিকা আবশ্যক।

পরলোকগমন

গত ১৩ই মাঘ শুক্রবার প্রাতে ৫ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনবিহারী দেব ঠাকুরের সেবাইত জমিদারগণের অন্যতম রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী গোবিন্দদাস নাথ মহাশয় কলিকাতা ৫নং সিকদারপাড়া লেনস্থ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন হইতে বার্দ্ধক্যজনিত পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র গোষ্ঠবিহারী পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি এক পুত্র, দুই কন্যা, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

শীতে বর্ষা

গত ১২ই মাঘ মঙ্গলবার দুপুর রাত্রি হইতে এখানে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। বৃষ্টির জন্য বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে।

এখন মাঘ মাসের শেষার্দ্ধ তাই খনার বচন আওড়ান অশোভন হবে না—

"ধন্য রাজার পুণ্য দেশ
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।"

পরলোকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

গত ৩১শে জানুয়ারী দ্বিপ্রহরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ কিং জর্জ এভেনিউস্থিত তাঁহার সরকারী বাসভবনে শান্তির সহিত পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার ৭৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ অপরাহ্ণে কলিকাতায় পৌঁছে। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন অফিসে ও ডি-ভি-সি'র সদর দপ্তর এণ্ডার্সন হাউসের পতাকা মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে অর্দ্ধনমিত রাখা হয়। জাতীয় কৃষিমেলায় বিহার রাজ্যের মণ্ডপও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তথায় বিহার সরকারের কর্মিগণ এক স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠানে ডঃ সিংহের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্যাটেল বনাম পন্থ

আসামের ভূতপূর্ব্ব আই-জি শ্রী এস, এম, দত্তকে কেন্দ্রীয় সরকারে বদলী করা হইয়াছে। অনেকের মতে ইহা তাঁহার পদাবনতি—অথচ এই শ্রীদত্ত একদিন সুযোগ্য অফিসাররূপে সর্দ্দার পেটেলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সর্দ্দার পেটেল যত বড়ই হোন না কেন, নূতন সর্দ্দার পন্থজীকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে ইহা কোন যুক্তি নয়। পেটেলজী সারা ভারত এক গাঁটছড়ায় বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া কি পন্থজীর সে গাঁট কাটার অধিকারটুকুও নাই।

বঙ্গভাষার প্রসার

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি অবাঙালীদের বাংলা শেখানোর ব্যবস্থা করিয়া এক কল্যাণকর কাজ করিতেছেন। কথা উঠিয়াছে, কলিকাতায় সমিতির একটি নিজস্ব ভবন নির্ম্মাণ করা দরকার। সরকার ও দেশবাসী এ কাজে প্রচুর সাহায্য করুন, ইহাই আমরা চাই।

মর্ম্মর মূর্ত্তি উন্মোচন

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শ্রীপদ ভট্টাচার্য এম, এল, সি, মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী রবিবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় বহরমপুর কালেক্টরেটের সম্মুখস্থ ত্রিকোণস্থলে লালগোলাধিপতি দানবীর স্বর্গীয় মহারাজ রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের আবক্ষমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করা হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন।

ভারতরত্ন উপাধি

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও খ্যাতনামা হিন্দী প্রচারক শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন দেশের সর্ব্বোচ্চ সম্মান ভারতরত্ন উপাধি লাভ করিয়াছেন।

বিদায় অভিনন্দন সভা

গত ২৪।১।৬১ তারিখে বৈকাল ৪ ঘটিকায় কাঞ্চনতলা গান্ধী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ধুলিয়ান চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের অবর পরিদর্শক শ্রীজগদীশচন্দ্র সাহা মহাশয় কর্মব্যপদেশে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা (ডি, পি, আই,) অফিসে চলে যাওয়ায় ধুলিয়ান চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকবৃন্দ এক বিদায় অভিনন্দন সভার আয়োজন করেন। এই সভার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন সমসেরগঞ্জ থানার বি, ডি, ও, শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। সভায় বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকবৃন্দ এবং স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করেন। কাঞ্চনতলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীএপতিভূষণ দাস, হেড পণ্ডিত শ্রীবল্লভ গোস্বামী এবং মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্য ডাঃ মণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় তাঁহাদের আলোচনায় তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং দীর্ঘায়ু ও কর্মময় জীবনে আরও উন্নতি কামনা করেন। সভায় বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ এবং মানপত্র প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয়ও তাঁহার কর্মময় জীবনের উন্নতি কামনা এবং সভার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন। —সংবাদদাতা

প্রজাতন্ত্র-দিবস পালন

বন্যেশ্বর বিষ্ণুচন্দ্র জুনিয়ার হাই স্কুল, জুনিয়ার বেসিক স্কুল, দক্ষিণগ্রাম সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র ছাত্রীগণ ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সভ্যগণ ভোর ৫টায় প্রভাতফেরী ও সকাল ৭টায় নিজ নিজ প্রাঙ্গণে জাতীয় সঙ্গীতের পর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। মহিলা সমিতির প্রাঙ্গণে শ্রীমতী সুনীতা দত্ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে এক সভায় বন্যেশ্বর জুনিয়ার হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীকমলারঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রজাতন্ত্র দিবস সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে সমিতি হইতে সকলকে মিষ্টিমুখ করান হয়। —সংবাদদাতা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৩৪ খাং ডিঃ কানাইলাল রায় দিং দেং রামা মাহাতো দিং দাবি ১১ টাকা ৮৮ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সাহাজাদপুর ৮ শতকের কাত ৵১৷৷০ আঃ ২৲ কোর্ফাস্বত্ব আদালত মূল্য ৪০৲

৪৩ মনি ডিঃ কিশনচন্দ্র দাস দিং দেং গোপাল-চন্দ্র দাস দিং দাবি ২৫৮ টাকা ৫ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে খিদিরপুর ৯৭ শতকের কাত ১৷৷০ আঃ ১০০৲ খং ৭২ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব আদালত মূল্য ৪০০৲

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

১৪ স্বত্ব ডিঃ লালমহম্মদ সেখ দেং আওলাদ সেখ দাবি ৪৯৷৷৵০ থানা সাগরদীঘি ৫৬ শতক জমি আঃ ৩০৲ খং ৪৩, ৮২, ৪৯, ১০৩

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৩৩ খাং ডিঃ মহান্ত গোবিন্দদাস আচারী দেং আমীর আলী মোল্লা দিং দাবি ১২৸৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে জাগলাই জমা ১৷৵০ আঃ ৫৲ খং ৯৪ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব আদালত মূল্য ৫০৲

৩৯ খাং ডিঃ ঐ দেং সাবেদ আলী মোল্লা দাবি ১২৷৩ মৌজাদি ঐ ২০ শতকের কাত ১৷৵৭ আঃ ৭৫৲ ঐ স্বত্ব

৪০ খাং ডিঃ ঐ দেং অহিভূষণ মণ্ডল দিং দাবি ১৫৲৩ মৌজাদি ঐ ৪৮ শতকের কাত ২৸৯ আঃ ১১৲ খং ৪৮১

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

রঘুনাথগঞ্জ — সদরঘাট

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

চ্যবনপ্রাশ

বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত যাবতীয় কবিরাজী ঔষধের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

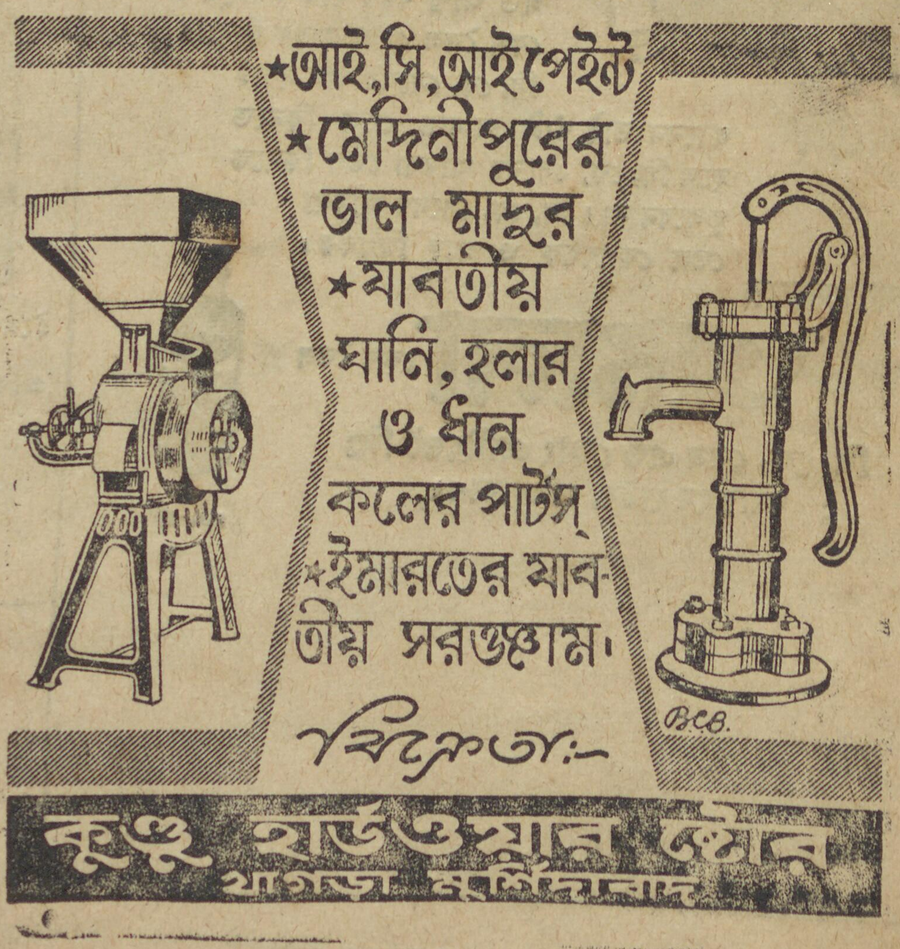

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন"   টেলিফোন : বড়বাজার ৪৭১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি। হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"** চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।